দৈনিক
ইনকিলাব

03 DEC 2002
১৬

মধ্যে সঠিক নেতৃত্ব গড়ে তুলতে পারেন।

শিক্ষক যখন দলীয় হন, সক্রিয় রাজনীতিতে নিয়োজিত হন, তখন তিনি আর নিরপেক্ষ থাকেন না, বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের কাছে। শিক্ষার্থীরা তখন তার সৎ উপদেশ, এমনকি তার ভালো কাজকেও বিচার-বিশ্লেষণ করতে শুরু করে দলীয় দৃষ্টিকোণ থেকে। শিক্ষার্থী যখন দলে ভিড়ে, তখন তার পড়াশুনা লাটে ওঠে। অধ্যয়নে সাফল্য নয়, বক্তৃতাবাজি ও সস্তা জনপ্রিয়তা তার লক্ষ্যে পরিণত হয়। তার মানে এই নয়, তাদের কোন রাজনৈতিক মতবাদ থাকবে না। তা থাকবে, তবে তা শিক্ষকের কর্তব্য পালনে যেমন তার নিরপেক্ষতা ও আন্তরিকতাকে বিনষ্ট করবে না, তেমনি শিক্ষার্থীকে তার মূল কাজ অধ্যয়ন থেকে দূরে সরিয়ে দেবে না। শিক্ষাজীবন হল শিক্ষার্থীর জীবন গড়ার উপযুক্ত সময়, পাঠগ্রহণ, তা অনুশীলন ও অধ্যয়নই তার মুখ্য কর্তব্য। রাজনীতি করার অঢেল সময় তো পড়েই থাকল তার সামনে সারাজীবন। রাজনৈতিক দলের লেজুরবৃত্তি করে কিছু শেখানো বুলি আউড়িয়ে আর যাই হোক শিক্ষাজীবনে শিক্ষার্থীর কিছু অর্জন সম্ভব নয়, বরং হারাবার সম্ভাবনা অনেক বেশী। তাই এমনটি করা বাঞ্ছনীয় নয় শিক্ষাজীবন সফলতার সাথে শেষ না করে। সকলকে এটা উপলব্ধি করতে হবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজনীতিচর্চার উন্মুক্ত মাঠ বা মঞ্চ নয়। এখানে রাজনীতি নয়, বরং পাঠদান ও পাঠগ্রহণের মতো কঠিন ও নিসঙ্গ কাজটিই করতে হবে নিবিষ্ট মনে, আন্তরিকতার সাথে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য সে সুযোগটি তৈরি করে দেয়াই হল জাতির দায়িত্ব। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমাজের কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপ নয় এবং শিক্ষার্থীরা সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাদেরকে শিক্ষাদান শিক্ষকের মূল কর্তব্য হলেও তাদের চরিত্র গঠন ও তাদেরকে ঠিক পথে চালিত করা শিক্ষকের একক দায়িত্ব নয়। শিক্ষার্থী যেমন শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব দ্বারা প্রভাবিত, তেমনি অভিভাবকের ব্যক্তিত্ব দ্বারা ততোধিক প্রভাবিত। একইভাবে সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও রাজনীতিবিদ এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। কেননা, তাদের বক্তব্য ও নির্দেশনা অনেক ক্ষেত্রে নির্ধারণ করে শিক্ষার্থীরা শিক্ষাঙ্গনে ও এর বাইরে কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে কি প্রতিক্রিয়া ও কেমন আচরণ করবে। সে কারণেই শিক্ষার্থীর চরিত্র গঠনে তাকে সঠিক পথনির্দেশ প্রদানে শিক্ষকের পাশাপাশি অভিভাবক, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ও রাজনীতিবিদ প্রত্যেকের নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথাযথ দায়িত্ব পালন অপরিহার্য।

শিক্ষার্থীরা লব্ধ বিদ্যার মাধ্যমে খুঁজে বেড়ায় সাফল্যের পথ, জীবনের প্রতিষ্ঠিত হবার পথ। শিক্ষিত হয়েও আমাদের শিক্ষার্থীরা অনেকে কর্মক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে না। দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। শিক্ষার্থীর লব্ধ বিদ্যা অনেক ক্ষেত্রে কোন কাজে লাগছে না, এমনকি সামান্য জীবনোপকরণ অর্জনের ক্ষেত্রেও তা কাজে লাগছে না। এ অবস্থা তাদেরকে হতাশায় নিমজ্জিত করছে, অনেকে ঝুঁকে পড়ছে অপরাধ জগতের দিকে। এ অবস্থা যত দ্রুত অপসারিত হয় ততই মঙ্গল সকলের জন্য। কল্যাণকর দেশের জন্য। আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার আশু সংস্কার প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষা সকলের জন্য প্রয়োজন নেই, সম্ভাবনাময় ও প্রতিভাদীপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য তা সীমিত রাখতে হবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ ঘটিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ শিক্ষার্থীদের জন্য তা সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করতে হবে। তাদের জন্য কর্মমুখী (Job oriented) ও আত্মকর্মসংস্থানমূলক (Self-employment) শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে বিস্তৃত ও অবারিত।

জীবন ও জগৎ সম্পর্কে কি শিখছে আমাদের শিক্ষার্থীরা?

বস্তুবাদী বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান অর্জনে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা নৈতিক শিক্ষার খুব কম সুযোগই পায় সেখানে। কখনো পর্যায়ে নৈতিক শিক্ষার কিছুটা সুযোগ থাকলেও তা পর্যায়ে তা সীমাবদ্ধ, প্রায়োগিক বাধ্যবাধকতা নেই সেখানে। কলেজ ও উচ্চ শিক্ষা পর্যায়ের শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীতে নৈতিক শিক্ষা প্রদানের কোন সুযোগ নেই। বস্তুবাদী শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা প্রকৃত মানুষ হয়ে গড়ে উঠছে না। তারা শিখছে জীবনে সুখভোগই আসল কথা। আর এজন্য প্রয়োজন প্রচুর অর্থের। কাজেই অর্থ উপার্জনই একমাত্র মুখ্য কাজ। তাই যে কোন উপায়ে অর্থ উপার্জনে তারা প্রলুব্ধ হচ্ছে, ন্যায়-অন্যায়ের বিবেচনা সেখানে থাকছে না। টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি, ছিনতাই, খুন ইত্যাদি কাজে তাদের অনেকেই অন্যায় দেখছে না, অপরাধ বোধ করছে না। বস্তুবাদী প্রচলিত শিক্ষা তাদের মাঝে উচ্চতর মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ লালনে ব্যর্থ হচ্ছে।

শিক্ষার্থীকে সার্বিকভাবে গড়ে তোলায় মনোনিবেশ করতে হবে। দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে মানুষ গঠিত। দেহ তার শারীরিক শক্তি যোগালেও আত্মা তার মানসিক শক্তি তথা ভালো কাজে ইচ্ছা ও উৎসাহ যুগিয়ে থাকে। প্রচলিত বস্তুবাদী শিক্ষা শিক্ষার্থীর দেহকে বাঁচিয়ে রাখতে ও উন্নয়ন ঘটাতে সহায়ক হলেও আত্মার পুষ্টি ও উন্নয়ন ঘটাতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে এ শিক্ষা হয়ে পড়ছে একপেশে, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠছে অসম্পূর্ণ ও অসামঞ্জস্যভাবে। শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বকে সমুন্নতভাবে গড়ে তুলতে হলে তাকে এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে তার দেহ ও আত্মা উভয়ের পুষ্টি ও উন্নয়ন ঘটে। দেহের পুষ্টি ও উন্নয়ন যেমন জীবিকার উপর নির্ভরশীল, আত্মার পুষ্টি ও উন্নয়ন তেমনি নিহিত আছে মহান আল্লাহ্‌র আনুগত্য ও স্মরণে। কেবল পার্থিব জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ব্যক্তির একমাত্র কাম্য হতে পারে না। পরকালীন অনন্তজীবনের মুক্তি ও শান্তিও তার কাম্য হওয়া উচিত। পরকালে শেষ বিচারের দিন তাকে আল্লাহ্‌র নিকট তার প্রতিটি পার্থিব কাজের জবাবদিহি করতে হবে, তার সকল ন্যায়-অন্যায় কাজের বিচারপূর্বক পরকালীন বৃহত্তর জীবনে তার মুক্তি-স্বস্তির ফায়সালা হবে– এ বিশ্বাস হৃদয়ে প্রোথিত থাকলে, ব্যক্তি দুনিয়ায় অপরাধ বা অন্যায় কাজ করতে ভীত হবে। এ বিশ্বাস ও জীবনবোধ তাকে সৎ কাজে উদ্বুদ্ধ করবে ও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে। এভাবে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ লালিত হবে, ব্যক্তির আত্মার উন্নয়ন ঘটবে, সে হয়ে উঠবে একজন উত্তম চরিত্রের মানুষ। প্রতিটি ব্যক্তি তৈরী হলে সমাজ হয়ে উঠবে সুন্দর, যাতে মারামারি ও হানাহানি থাকবে না, থাকবে ভ্রাতৃত্ববোধ ও পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা। সর্বশেষ নবী, সাইয়েদুল মুরসালিন হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম মানবিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতা বিমণ্ডিত এ ধরনের শিক্ষাই রেখে গেছেন জগদ্বাসীর জন্য। এ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েই মুসলমানগণ পরবর্তীকালে বিশ্ব জয় করেছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। ইসলামের এ শিক্ষা সকলে সাগ্রহে গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয়েছিল। শিক্ষাক্ষেত্রে ইসলামের যে মহৎ অবদান ও ঐতিহ্য তা থেকে আজ আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। ফলে যা হবার তাই হচ্ছে। শিক্ষার্থীরা শিক্ষিত হচ্ছে, কিন্তু সৎ ও চরিত্রবান হয়ে গড়ে উঠছে না। আমাদের সমাজে আজ সৎ ও নিষ্ঠাবান মানুষের বড়ই অভাব।

প্রতিটি শিক্ষার্থীর মাঝে লুকিয়ে আছে প্রতিভা, সুপ্ত হয়ে আছে মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ। তার যথার্থ বিকাশ ঘটাতে হবে, তাকে উত্তম চরিত্রের মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন জ্ঞানানুশীলনে শিক্ষার্থীর আন্তরিক প্রচেষ্টা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শান্তিপূর্ণ সুন্দর শিক্ষার পরিবেশ, শিক্ষকের নিষ্ঠা ও সততা এবং মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বিমণ্ডিত শিক্ষাক্রমের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের সুসমন্বিত বিকাশ। শিক্ষার্থীকে সৎ ও নিষ্ঠাবান হিসেবে যেমনি গড়ে তুলতে হবে, শিক্ষা সমাপনের সাথে সাথে তেমনি তাকে উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত করার সুযোগ থাকতে হবে বিস্তৃত ও অবারিত।

লেখক ঃ সাবেক চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা, সাবেক অধ্যক্ষ, বিভিন্ন সরকারী কলেজ।